মুভি টেকনিক সোসাইটীর
নিবেদন
B.T. AGENCY.
প্রতিমা
এ, ডি, রিলিজ

রক্সোর এক শিশি 'ক্যাষ্টর অয়েল' ব্যবহারেই আপনার কেশপাশ অভিনব লালিত্য, চিকন-রুক্ষ কোমলতা ও রহস্যঘন গভীরতায় অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিবে। চিত্তস্পন্দী সুরভিযুক্ত এই কেশ তৈল এই কারণেই নারীসমাজে আজ এত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

রক্সোর

সুবাসিত

ক্যাষ্টর অয়েল

ভিটামিন 'এফ' সংযুক্ত

ক্রাক্স রস্ এণ্ড কোং লিঃ :: কলিকাতা

A.A.S.

শ্রী কানাইলাল ঘোষালের প্রযোজনায়
মুভি টেকনিক সোসাইটির

প্রতিমা

কাহিনী :— শৈলজানন্দ

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :— খগেন রায়

সুর-শিল্পী :— সমরেশ চৌধুরী

চিত্র-শিল্পী : নিমাই ঘোষ

প্রধান-শব্দযন্ত্রী : নৃপেন পাল

শব্দানুলেখক : সুনীল ঘোষ

সম্পাদনা : রবীন দাস

রাসায়নিক : ধীরেন দে (কেবি)

শিল্প-নির্দ্দেশক : মণি মজুমদার

ব্যবস্থাপনা : অতুল ভট্টাচার্য্য

ষ্টুডিও সচিব : মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

রূপসজ্জাকর : কালীদাস দাস

সহকারী গণ :

পরিচালনায় : দেবু মুখোপাধ্যায়, সমরেশ চৌধুরী, সুধাংশু চট্টোপাধ্যায়

চিত্র-শিল্পে : কেশব রায়, গৌর সাহা

শব্দযন্ত্রে : সুস্থির দত্ত, রাম পাল

সম্পাদনা : অসিত মুখোপাধ্যায়

শিল্পনির্দ্দেশক : অনিল পাইন।

রাসায়নিক : চণ্ডীশীল, সুধীর ঘোষাল

☆

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ৩ খানি গান

"কিছু বলব বলে এসে ছিলেম"
"ওহে সুন্দর মরি মরি"
"আন্‌মনা আন্‌মনা"

রাধা ফিল্ম ষ্টুডিয়োতে গৃহীত] [এসোসিয়েটেড্ ডিষ্ট্রীবিউটার্স রিলিজ

ভূমিকায় : শিপ্রা দেবী, প্রমীলা ত্রিবেদী (নিউ সেঞ্চুরী), অজিত ব্যানার্জ্জি, পূর্ণেন্দু মুখার্জ্জি, ফণী রায়, হরিধন, তুলসী চক্রবর্ত্তী, আরতি দাস, রাজলক্ষ্মী, অহী সান্যাল, দেবু মুখোপাধ্যায়, অনুপ সরকার, হরিধন মুখোপাধ্যায়, অলকা মিত্র, ছবি চাটার্জ্জি, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জু চাটার্জ্জি প্রভৃতি।

অলঙ্কার দ্রব্যাদি : কে, কে, মালাকার এণ্ড ব্রাদার্স

মূল্য ৵০ আনা মাত্র

প্রতিমা

(গল্পাংশ)

হিরন্ময় চৌধুরী বয়সে যুবক ও সঙ্গতিপন্ন। তাকে শিক্ষিতই ব'লব কিন্তু বিলাস-ব্যাসনের প্রতি ঝোঁক একটু বেশী রকমের বলেই মদ্যপ ও অমিতাচারী হিসেবে নামটা ছড়াতে দেরী হয়নি।

বন্ধুবান্ধব নিয়ে হিরন্ময় শ্যামগঞ্জের মেলায় চলেছে। পথেই পড়ল বাধা—বুড়ো সদানন্দের নাত্‌নী টুনু হিরন্ময়ের গাড়ীকে পথ করে দিতে গিয়ে পাশের খানায় পড়লো। ডাক্তার খানায় নিয়ে যাবার ছলে হিরন্ময় টুনুকে নিয়ে গেল —এই নিয়ে যাওয়াতেই হোলো এই চিত্রনাটকের আসল সূত্রপাত।

বুড়ো সদানন্দ খবর পেয়ে হৈচৈ করে পরদিন জমিদার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত। হিরন্ময় শুধু টুনুকেই ফিরিয়ে দিলেনা, ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তার বিয়েতে দেবার জন্য পাঁচশো টাকাও দিল। সদানন্দ বল্‌লে, "আপনি মানুষ নন, দেবতা"। হিরন্ময় হাসলো। অন্তরীক্ষ্যে বোধকরি টুনু-হিরন্ময়ের বিধাতা-পুরুষও মুখ টিপে হাসলেন। সদানন্দ বাড়তি পুরস্কার হিসাবে জমিদারী সেরেস্তায় একটি চাকরিও পেল।

সদানন্দের চাকরি পাওয়া মানে গোমস্তা হারাধন সরকারের চাকরি খতম। হাঁউ মাঁউ করে এসে হারাধন হিরন্ময়ের পা জড়িয়ে ধরলো। তার চাকরী যায় যাক, এমন কি বিনা অপরাধেও ; কিন্তু "দু' দুটো শালী" ঘাড়েএসে পড়েছে, তাদের কি উপায় হবে ?

শালী!—হারাধনের মত লোকের শালী—আর বয়স যাদের ১৮ থেকে ২৩ এর মধ্যে!—এই শব্দটাই হিরন্ময়ের মত বদলে দিল—"থাক, তবে আর তোমার চাকরি গিয়ে কাজ নেই।" হারাধন পুনর্ব্বহাল হোলো, কাজ কিছু থাকুক আর নাই থাকুক।

ছোট ভাই জোতির্ম্ময় এসব কিছুই বরদাস্ত করতে পারে না, তবে দাদা অন্ত-প্রাণ বলে, শুধু প্রতিবাদই করে। থিয়েটার হবে, এটা নিরর্থক বাজে অর্থব্যয়। জোতির্ম্ময় দাদাকে তাই বলে কিন্তু হিরন্ময়ের এক কথা—থিয়েটার হবেই।

ইতিমধ্যে হিরন্ময় হারাধন সরকারের বাড়ী গিয়ে তার শালী দুটিকে দেখে এসেছিল। সে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল এই দেখে যে প্রতিমা-নীলিমার মত শালীভাগ্য কিনা তুচ্ছাতিতুচ্ছ হারাধনের! তার মাথার ভেতরটা যেন গোলমাল হয়ে গেল।

থিয়েটারের রাত্রে নেশার মাত্রা বেশ একটু চড়িয়ে হিরণ্ময় অভিসারে বেরুলো। প্রতিমা বাড়ীতে একাই ছিল। কিন্তু সে মাতাল হিরন্ময়কে অভ্যর্থনা করতে ভয় পেলনা। হিরন্ময়ের অতি-পরিচিত টেকনিকের প্রয়োগ ব্যর্থ হোল। জয় করতে গিয়ে সে বিজিত হয়ে ফিরে এল।

প্রতিমাকে পাবার দুর্নিবার আকাঙ্খা হিরন্ময়কে পেয়ে বসলো কিন্তু বোনের বিয়েতে যৌতুক স্বরূপ দেওয়া পাঁচ হাজার টাকার চেক স্বচ্ছন্দে ফিরিয়ে দিয়ে প্রতিমা হিরন্ময়কে নিরাশ করে কলিকাতায় ফিরে গেল। হিরন্ময় আশা-ভঙ্গের তাপে অস্থির হয়ে উঠলো। ঠিক এমনি সময়ে সদানন্দ এসে কেঁদে পড়লো তার নাত্‌নী টুনুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। বিয়ে ঠিক হয়েছিল কিন্তু গ্রামবাসিরা ভাংচি দিয়েছে——তাই, যে মেয়ে হিরন্ময়ের বাড়ীতে রাত কাটিয়েছে তাকে বউ করা চলেনা। কি যেন স্থির করে হিরন্ময় টুনুর সন্ধানে বেরুলো। যখন তার খোঁজ পাওয়া গেল তখন টুনু চলেছে মরতে আত্মগ্লানিতে। হিরন্ময় তাকে মরতে দিলনা, বললে—"শুধু আমার জন্যেই তোমাকে বাঁচতে হবে—আমি তোমাকে বিয়ে করবো।"

বিয়ে হোলো। কিন্তু মনে যার অতৃপ্তির আগুন জলছে বিয়ে করে তার সুখী হওয়া চলেনা। হিরন্ময় ও টুনুর জীবন অশান্তিতে ভরে উঠলো। ক্রমে টুনুও জানলো তার সুখের পথে কাঁটা কে। দুঃখিনী টুনুর অদৃষ্টে সুখ ভোগ হোল না। স্বামীকে একটি ছেলে উপহার দিয়ে সূতিকাগারেই সে মারা গেল।

কল্‌কাতায় প্রতিমা মেয়ে স্কুলে পড়ায়। সে বড়কাজ করবার স্বপ্ন দেখে। নিজের গণ্ডীর মধ্যে থেকে অনেক কিছু করবার চেষ্টাও সে করে। হিরন্ময়কে ধন্যবাদ দিয়ে চিঠি লিখলো, তাকে জানিয়ে দিলে,—বিয়ে করবার মন বা সময় তার নেই ; সমাজ কল্যাণের কাজে সে মগ্ন হয়ে রইলো।

হিরন্ময় ও প্রতিমার মিলন শেষ পর্য্যন্ত হয়েছিল কিনা "প্রতিমা" ছবির শেষ দৃশ্যের অপেক্ষায় আপনাদের রেখে আমাদের গল্প বলা এইখানে শেষ করলুম।

(১)

তুই মুখ দেখাবি কেমন করে রাই লো
চারিদিকেই ধিক ধিক করে যে সবাইলো ।
কলঙ্কিনী চাঁদ ওরে তুই কাল নিশুতি রাতে
নীলাম্বরের কোলে ছিলি কোন সে চাঁদের সাথে !
চাঁদ ডুবেছে ডুব্‌লি না তুই মরণ কি তোর নাই লো
তোর ঘর জ্বালানী রূপের ডালি
তুই গোকুলের কুল মজালি,
ঐ চম্পাবরণ যৌবনে তোর কৃষ্ণপ্রেমের দাগ লাগালি
শুকতারা আর শুকসারি তাই তোর অপযশ গাইলো
—মোহিনী চৌধুরী

(২)

তোরে কে দিয়েছে দোলা ।
কোন্ সে মনের মনি কোঠার
দুয়োর পেলি খোলা !
আপন মনে ছিলি চুপি চুপি
তোর পড়লো ধরা সকল কারচুপি
সকল ক্ষণে বাহির হলি ওরে আপন ভোলা

কোন স্বপন পারের পেয়েছিলি ডাক
এখন পাগল হাওয়ায় ঘূর্ণী হয়ে থাক,
এই যে প্রাণের ঢেউ লেগেছে গানে
এই চঞ্চলতার পুলক যে আনে
-কোন গোপনের ঝর্ণা ধারায় করেছে কল্লোল ।
—সমরেশ চৌধুরী

(৩)

কিছু বলব ব'লে এসে ছিলেম
রইনু চেয়ে না বলে ।
দেখিলাম খোলা বাতায়নে
মালা গাঁথ আপন মনে
গাও গুন্ গুন্ গুঞ্জারিয়া যূঁথি কুড়ি নিয়ে কোলে ।
সারা আকাশ তোমার দিকে
চেয়েছিল অনিমিখে,
মেঘ ছেঁড়া আঁলো এসে
পড়েছিল কালো কেশে
বাদল মেঘে মৃদুল হাওয়ায়
অলক দোলে ।
—রবীন্দ্রনাথ ।

(৪)

সৈনিক তুমি দুর্জ্জয় বীর পথ চলো হুঁসিয়ার
অত্যাচারে ইস্পাতী বাজ গড়িয়াছে আঁধিয়ার ।
যুগে যুগে আসি বর্গীর দল
কেড়ে নিতে চায় প্রাণের ফসল
মোদের শোণিতে রঞ্জিত করি' সঙ্গীন তলোয়ার ।
সৈনিক হুসিয়ার ।
হিমালয় আর ককেশাসে এক মিতালীর হাওয়া বয়
বন্ধু তোমরা মাটির মানুষ এই শুধু পরিচয় ।
নহেতো শঙ্খ, সাইরেন' ধ্বনি
জয় যাত্রায় উঠিয়াছে রণি
বিশ্ব-ভূখার সমান দাবীতে ভাঙ্গো যক্ষের দ্বার ।
সৈনিক হুসিয়ার ।
—অজয় ভট্টাচার্য্য ।

(৫)

ওহে সুন্দর মরি মরি
তোমায় কি দিয়ে বরণ করি ।
তব ফাল্গুণ যেন আসে
আজি মোর পরানের পাশে
দেয় সুধারস ধারে ধারে
মম অঞ্চল ভরি' ভরি ।

মধু সমীর দিগঞ্চলে
আনে পুলক পূজাঞ্জলী
মম হৃদয়ের পথতলে
যেন চঞ্চল আসে চলি ।

মম মনের বনের শাখে
যেন নিখিল কোকিল ডাকে
যেন মঞ্জরী দীপশিখা
নীল অম্বরে রাখে ধরি ।
—রবীন্দ্রনাথ ।

(৬)

আন্‌মনা, আন্‌মনা,
তোমার কাছে আমার বাণীর মাল্যখানি আনব না ।
বার্ত্তা আমার ব্যর্থ হবে
সত্য আমার বুঝবে কবে
তোমার মন জানবে না ।
লগ্ন যদি হয় অনুকূল মৌন মধুর সাঝে
নয়ন তোমার মগ্ন যখন ম্লান আলোর মাঝে
দেবো তোমায় শান্ত সুরের সান্তনা
ছন্দে গাঁথা বাণী তখন পড়ব তোমার কানে
মন্দ মৃদুল তানে
ঝিল্লি যেমন শালের বনে নিদ্রা নীরব-রাতে
অন্ধকারের জপের মালায় একটানা সুর গাঁথে ।
একলা তোমার বিজন প্রাণের প্রাঙ্গনে
প্রান্তে বসে একমনে
এঁকে যাবো আমার গানের আলপনা ।
—রবীন্দ্রনাথ ।

শ্রীফনীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মডন এডভার্টাইজিং চেম্বারএর তরফ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত ;
এবং ড্রেনাইল আর্ট প্রেস ৮৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে জি, সি, রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

10-12-46

গুণে... গন্ধে অতুলনীয়!
নিত্যস্নানে
প্রসাধনে
শ্রীকল্যাণ
জেম কেমিক্যাল
কলিকাতা
AYURVEDIC
SRIKALYAN
HAIR OIL